Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার

রোলঃ 23090121709

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার

রোলঃ 23090121709

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন আক্তার, আইডিঃ 23090121709 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

শারমিন আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

শারমিন আক্তার

আইডিঃ 23090121709

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

জিহাদের পরিচয় 5

আলোচ্য বিষয়:আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার হুকুম 5

মূলত জিহাদ হলো ফরজে আইন.....7

জিহাদ সম্পর্কিত নবীজির কিছু হাদীস 15

জিহাদে লড়াইয়ের প্রস্তুতি.....18

জিহাদের পরিচয়

শাব্দিক অর্থ হল: সাধ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কথা অথবা কর্মের দ্বারা জিহাদ করা।
পরিভাষা : কাফের সীমালঙ্গনকারী এবং ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সাধ্য অনুযায়ী লড়াই(যুদ্ধ)করা।

আলোচ্য বিষয়:আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার হুকুম

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ফরজে কিফায়া।যখন মুসলিমদের মধ্য থেকে কেউ এই দায়িত্ব পালন করে তখন অবশিষ্ট ব্যাক্তিরা পাপ মুক্ত হবে।আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- আর মুমিনদের এটাও সমীচীন নয় যে (জিহাদের জন্য)সবাই একত্রে বের হয়ে পড়ে,সুতরাং এমন কেন করা হয়না যে,তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোটদল বহির্গত হয়,যাতে তারা দিনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে,আর যাতে তারা নিজ কাওমকে (নাফরমানী হতে)ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে,যেন তারা সতর্ক হয়(সুরা:আত-তাওবা:১২২)
তবে তিন অবস্থায় জিহাদ করা ফরজে আইন হবে।যথা-প্রথমত:
যখন মুসলিম ব্যক্তি যুদ্ধেউপস্থিত হয়এবং উভয় দল ও উভয় কাতার সামনাসামনি মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং অবিচল থাকবে যখন কোনো দলের সম্মুখীন হও,আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে(সূরা আল-আনফাল:৪৫) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, হে ঈমানদারগণ!তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন তাদের মুকাবিলা করা হতে কখনোই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা। আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল বা স্বীয় বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে স্থান নেয়া ব্যতীত কেউ তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে অর্থাৎ পালিয়ে গেলে সে আল্লাহর গজবে পরিবেষ্টিত হবে,তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম,আর জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট স্থান(সূরা আল আনফাল:১৫-১৬) এছাড়া রাসূল (সা) উল্লেখ করেছেন যে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তুর একটি। হাদীসটি নিম্নরূপ:

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন- সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন,হে আল্লাহর রাসূল (সা) সেগুলো কী? তিনি বললেন- ১। আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা ২। যাদু করা ৩। আল্লাহ তায়ালা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন শরীয়াতসম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা ৪। সূদ খাওয়া ৫। ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা ৬। লণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং ৭। সরল স্বভাবা নেককার মুমিনাদের অপবাদ দেয়া।

দ্বিতীয়ত: যখন শত্রুদল মুসলিমদের কোনো শহরে উপস্থিত হয় তখন ঐ শহরবাসী উপর ফরজে আইন হয়ে যায় যে,তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে ঐ শহর থেকে তাড়িয়ে দিবে। তবে ঐ শহরবাসী যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে অক্ষম হয় তাহলে তাদেরকে সাহয্য করা অন্যান্য মুসলিমদের উপর আবশ্যক হয়ে যায়। এই ওয়াজিব বিধানের ধারাবাহিকতা নিকটতম এলাকা তারপর নিকটতমভাবে চলমান থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

হে মুমিনগণ! ঐ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়,আর জেনে রেখ যে, আল্লহ পরহেযগারদের সাথে রয়েছেন (সূরা আত-তাওবাহ :১২৩)

তৃতীয়ত: যখন মুসলিমদের ইমাম মানুষদেরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাবে এবং তাদের থেকে উপস্থিতি কামনা করবে(তকন তাদের জন্য যুদ্ধে অংশ নেয়া ফরজে আইন) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- অভিজানে ববের হওস্বল্প সরঞ্জামের সাথেই হোক অথবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথেই হোক এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা যুদ্ধ কর। এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমরা জানতে (সূরা আত-তাওবাহ:৪১)

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন- আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন- মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়ত।যখন তোমাদের জিহাদের ডাক দেয়া হয়, তখন বেরিয়ে পড়...। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন- হে মুমিনগণ! তোমাদের কী হল যে,যখন তোমাদেরকে বলা হয়,বের হও আল্লাহর পথে থখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক(অলসভাবে বসে থাক) তাহলে কি তোমরা

পরকালের বিনময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুত পার্থিব জীবনের ভোগবিলাসিতাহ আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়,অতি সামান্য(সূরা আত-তাওবাহ:৩৮)।

মূলত জিহাদ হলো ফরজে আইন

যেটা হতে পারে অন্তর দিয়ে,হতে পারে মুখ দিয়ে,হতে পারে সম্পদ দিয়ে কিংবা হাত দিয়ে। সুতরাং মুসলিমদের উপর আবশ্যক হলো,সে তার ক্ষমতা এবং প্রয়োজন আনুযায়ী এ সকল প্রকারের কোনো একটির মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।জান ও মাল তথা সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার নির্দেশ আল-কুরআন ও হাদীসে অনেক বর্ণিত হয়েছে। আনাস (রা) হতে বর্ণিত: নবী (সা) বলেছেন- তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিজেদের সম্পদ, জীবন ও কথার দ্বারা জিহাদ কর।

তৃতীয় আলোচ্য বিষয়: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের স্তরসমূহ: জিহাদের স্তর চারটি। যথা: ১/ নিজ নফস তথা আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ করা । ২/ শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। ৩/ কাফের এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং ৪/ যালিম,বিদআতী ও খারাপ কাজকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

প্রথমত: নিজ নফস তথা নিজের সাথে জিহাদের চারটি স্তর। যথা:-১। যে দ্বীন ও হেদায়াত ছাড়া অন্তরে সফলতা নেই এবং জীবন যাপনে কোনো সুখ-শান্তি নেই,সে দ্বীনের এবং হেদায়াতের যাবতীয় বিষয়াবলী জানার ক্ষেত্রে অন্তরের সাথে জিহাদ করা।

২। ইলম অর্জনের পর তথা দ্বীন ও হেদায়াতের যাবতীয় বিষয়াবলী জানার পরে তদনুযায়ী আমল করার জন্য অন্তরের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। অন্যথা আমল ছাড়া ইলমের ক্ষতি না থাকলেও কোনো উপকার নেই।

৩। বিচক্ষণতার সাথে মানুষকে দাওয়াত দেয়া এবং যে জানেনা তাকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে অন্তরের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। অন্যথা সে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা আল্লাহর প্রেরিত হেদায়াত এবং সুস্পষ্ট বিষয়াবলীকে গোপন করে। সুতরাং

তার ইলম তাকে উপকার করতে পারবেনা এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষাও করতে পারবেনা।

৪। আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার কষ্টে এবং সৃষ্টি জীবের দেয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার ক্ষেত্রে এবং সমস্ত কিছু আল্লাহর নিমিত্তে করতে অন্তরের বিরুদ্ধে জিফাদ করা।

দ্বিতীয়ত:শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করার দুটি স্তর :-

১। শয়তান ঈমানের ক্ষেত্রে বান্দার দিকে যে সমস্ত নিকৃষ্ট সংশয়-সন্দেহ নিক্ষেপ করে তা প্রতিহত করতে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

২। শয়তান যে সমস্ত আকাক্ষা এবং প্রবৃত্তি বান্দার দিকে নিক্ষেপ করে,তা প্রতিহত করতে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

সুতরাং প্রথম জিহাদটি দৃঢ় বিশ্বাসের পরে হবে। আর দ্বিতীয় জিহাদটি ধৈর্যধারণের পর হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন - আর আমরা তাদের মধ্য হতে নতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্যধারণ করত তখন তারা ছিলো আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী (সূরা আস-সাজদাহ :২৪) আর শয়তান সকল শত্রুর চেয়ে বেশি অনিষ্টকর। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন - শয়তান তোমাদের শত্রু,সুতরাং তোমরা তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান শুধু এজন্য যে,তারা যেনো উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয় (সূরা আল-ফাত্বির:৬)।

তৃতীয়ত: কাফের এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চারটি স্তর:-

১। অন্তর দিয়ে ২। জিহ্বা দিয়ে ৩। মাল বা সম্পদ দিয়ে এবং ৪। হাত দিয়ে। কাফেরদের সাথে হাত দিয়ে

এবং মুনাফিকদের সাথে জিহ্বা দিয়ে জিহাদ করতে হবে।

চতুর্থত: জালিম,বিদআতী,সীমালঙ্গনকারী ও খারাপ কাজকারীদে বিরুদ্ধে জিহাদ করা করার তিনটি স্তর যথা:-

১। হাত দিয়ে,যদি জিহাদকারী সক্ষম হয়।

২। মুখ দিয়ে,যদি জিহাদকারী হাত দিয়ে জিহাদ করতে সক্ষম না হয়।

৩। অন্তর দিয়ে,জিহাদকারী যদি উপরের দুইটিতে অক্ষম হয়।

আবু সাইদ খুদরী (রা) বলেন - আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি - তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো শরীআত বিরোধী কর্যকলাপ হতে দেখে,সেটাকে যেনো নিজ হাতে পরিবর্তন করে দেয়। যদি নিজ হাতে সেগুলো পরিবর্তন করতে সক্ষম না হয়,তাহলে মুখ দিয়ে নিষেধ(করার মাধ্যমে পরিবর্তন)করবে। আর যদি মুখ দিয়ে (নিষেধ করার মাধ্যমে) সেগুলো পরিবর্তন করতে সক্ষম না হয়,তাহলে অন্তরে সেটা ঘৃনা করবে। আর এটাই হলো সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।

এই হলো জিহাদের মোট ১৩টি স্তর।

আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি,যে জিহাদের এই সকল প্রকারকে নিজের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে।

জিহাদের স্তরগুলো পালনের ক্ষেত্রে তারতম্যহকরার কারণে আলালাহর নিকট মানুষেরও মর্যাদার তারতম্য হবে।।এই কারণেইসৃষ্টি জগতের পরিপূর্ণ মুমিন এবং আল্লাহর নিকট সম্মানীত ব্যক্তি হলেন সর্বশেষ নবী এবং রাসূল (সা)।

কেননা তিনি নিজের মাঝে সকল প্রকারের জিহাদ অন্তর্ভুক্ত করেছেন(সব রকমের জিহাদ তিনি করেছেন)এবং তিনি আল্লাহর পথে উপযুক্ত ভাবে জিহাদ করেছেন। সুতরাং যতদিন দিনরাত আবর্তিত হবে ততদিন তাঁর পর ছালাত সালাম বর্ষিত হোক।

কখনো কখনো আল্লাহর বহিরাগত শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা বান্দার নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করার শাখা হিসেবে গণ্য হয়।

ফাযালাহ ইবনু উবাইদ (রা)বলেন - আল্লাহর রাসূল (সা) বিদায় হজ্জে বলেছেন - আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না যে ,মুমিন কে?(প্রকৃত মুমিন হলো সেই) যার (অত্যাচার) থেকে লোকেরা নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি,যার জিহ্বা ও হাত হতে লোকেরা শান্তি লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুজাহিদ হলো সেই ব্যক্তি,যে আল্লাহর আনুগত্য করতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর (প্রকৃত) মুহাজির (হিজরতকারী) হলো সেই ব্যক্তি,যে সমস্ত পাপাচারকে ত্যাগ করে। এমতাবস্থায় আল্লাহর বহিরাগত শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়ে নিজ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা

অধিক উপযুক্ত হবে। সুতরাং যতক্ষণ না সে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালনার্থে এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জনার্থে নিজ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্য আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষনা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বহিরাগত শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে সক্ষম হবে না। (প্রশ্ন হতে পারে) কিভাবে সে বহিরাগত শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে সক্ষম হবে? তার দুপাঁজরের মাঝে যে শত্রু রয়েছে (নফস) সে তো তার উপর :ক্ষমতাবান ও বিজয়ী হয়েই আছে। যতক্ষণ না সে বহিরাগত শত্রুদের বিরূদ্ধে জিহাদ করার জন্য নিজ নফসের বিরুদ্ধে আগে ছিহাদ করবে,ততক্ষণ পর্যন্ত সে বহিরাগত শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে বের হতে সক্ষম হবেনা।

এই হলো দুই শত্রু নফস ও অমুসলিম মানুষ-এর মাঝে তৃতীয় আরো এক শত্রু রয়েছে। তার বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ছাড়া কোনো বান্দা এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারবেনা। সে উভয়ের মাঝে অবস্থান করে বান্দাকে উভয়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বাধা প্রদান করে,ভয় দেখায় এবং নিরাশ করে। সে বান্দাকে সর্বদাই ভয় দেখায় এভাবে যে,উভয়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে অনেক কষ্ট,আনন্দহীনতা এবং প্রবৃত্তিহীনতা রয়েছে। তাই কোনো বান্দা এই তৃতীয় প্রকারের শত্রুর বিরুদ্ধে আগে জিহাদ করা ছাড়া আগের দুই প্রকারের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে সক্ষম হয়না। আর এই তৃতীয় প্রকারের শত্রু হলো শয়তান।

৪র্থ আলোচ্য বিষয়:- জিহাদ শরীআত সম্মত হওয়ার হিকমত আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে তিনি স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন - তোমরা সদা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরুপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আর তারা যদি ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বিরত থাকে তাহলে তারা কী করেছে তা আল্লাহই দেখবেন(সূরা আল-আনফাল: ৩৯)। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন - ফিতনা দূর হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধকর, অত:পর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তাহলে অত্যাচারীদের উপর ব্যতীত শত্রুতা নেই(সূরা-আল-বাক্বারাহ:১৯৩)।

১। আল্লাহ তা'আলার বাণীকে সমুন্নত ও উঁচু করা: হাদীসে এসেছে,আবূ মুসা (রা) বলেন - জনৈক ব্যক্তি নবী (সা) এর নিকটএসে বলল,হে আল্লাহর রাসূল (সা)! এক ব্যক্তি গণীমতের জন্য,এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য জিহাদে শরীক হলো,তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল?তিনি বললেএ - যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা সুউচ্চ থাকার উদ্দেশ্য যুদ্ধ করল,সেই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।

২। মাযলূম বা অত্যাচারিত ও নিপীড়িতদের সাহায্য করা:-

আল্লাহ তায়ালা বলেন - তোমাদের কী হয়েছে যে,তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না?অথচ নারী পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে যারা দূর্বল তারা বলে ,হে আমাদের রব! আমাদেরকে অত্যাচারী এই নগর হতে নিষ্কৃতি দিন এবং স্বীয় সন্নিধান হতে আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও নিজের নিকট হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন(সূরা আন:নিসা:৭৫)।

৩। ইসলামের শত্রুদের প্রতিহত করা এবং ইসলাম রক্ষা করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন - নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস ও সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় পরস্পর সমান;অতপর যে কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে,তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর এবং আল্লাহকে ভয় কর ও যেনে রেখ যে,আল্লাহ সংযমশীলদের সঙ্গী (সূরা আল-বাক্বারাহ:১৯৪)অন্যত্র তিনি বলেন - তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী হতে অন্যায় ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু একারণে যে,তারা বলে,আমাদের রব আল্লাহ! আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন,তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান,সংসার বিরাগীদের উপাসনালয় স্থল,গীর্জা,ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ,যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম; নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান,পরাক্রমশালী(সূরা আল-হজ্জ:৪০)

(সূরা আলে ইমরানের: ১৬৯) নং আয়াতে আল্লাহ বলেন - যারা আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে তুমি তাদেরকে মৃত মনে করোনা। বরং তারা তো তাদের রবের নীকট জীবিত। এমন কি তাদেরকে রিযিকও দয়া হয়।

কুরআনের (সূরা আলে-ইমরানের:১৫৬-১৫৮)নং আয়াতে আল্লাহ বলেন - হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মতো হয়োনা,যারা কুফরী কাজ করেছে এবং তারা তাদের ভাইদেরকে বলেছে-যখন তারা সফরে বর হয়েছিলো অথবা তারা ছিলো যুদ্ধা(অতঃপর নিহত হয়েছিল) - যদি তারা আমাদের কাছে থাকতো,তারা মরতো না এবং তাদেরকে হত্যা করা হতোনা,আল্লাহ তাদের অন্তরকে আক্ষেপে পরিণত করেন এবং আল্লাহ জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর,তবে তারা যা সঞ্চয় করে তার চেয়ে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা অতি উত্তম তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা নিহত হলে,আল্লাহর কাছে তোমাদের সকলকে অবশ্যই একত্রিত করা হবে।

(সূরা বাক্বরার : ২১৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন - জিহাদের বিধান তোমাদের জন্য ফরজ করা হলো। যদিও এটা তোমাদের কাছে নিতান্তই অপছন্দনীয়। কিন্তু তোমরা যেটি পছন্দ কর না,হতে পারে সেটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা পছন্দ কর,হতে পারে তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর জিনিস। আল্লাহ যা জানেন,তোমরা তা জাননা।

কুরআনে(সূরা আলে-ইমরানের:১৭১-১৭৫) আল্লাহ তা'আলা ওহুদ যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের কথা নিয়েও নবীজির হারমাউল আসাদ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া নিয়ে বলেন - তারা আল্লাহর নিকট হতে অনুগ্রহ ও নি'আমাত লাভ করার কারণে আনন্দিত হয়। আর এজন্য যে,নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতিদান নষ্ট করেনা।

যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে যখম প্রাপ্ত হওয়ার পরও তাদের মধ্য থেকে যারা সৎ কর্ম করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

যাদেরকে ভানুষেরা বলেছিলো যে,নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরূদ্ধে সমবেত হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিলো এবং তারা বলেছিলো,আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। অতঃপর তারা ফিরে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নি'আমত ও অনুগ্রহসহ। কোনো মন্দ তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির

অনুসরণ করেছিলো। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। এ লোকেরা হচ্ছে শয়তান,তোমাদেরকে তার বন্ধুদেরকে ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না। আমাকেই ভয় কর,যদি তোমরা মুমিন হও।

(সূরা নিসার:৭১)নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন - হে মুমিনগণ!তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর। এর পর দলদ দলে অথবা বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও। কিংবা একসঙ্গে সকলে মিলে অগ্রসর হও।

কুরআনে (সূরা নিসার : ৭২-৭৩) নং আয়াতে আল্লাহ বলেন - আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে,যে অবশ্যই বিলম্ব করবে। সুতরাং তোমাদের কোনো বিপদ আপতিত হলে সে বলবে,আল্লাহ আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন যে,আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হয়,তবে যেনো তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোনো প্রকারের সম্পর্ক ছিল না,এমনি ভাবে অবশ্যই বলে উঠবে,আফসোস!যদি আমিও তাদের সঙ্গে থাকতাম তাহলে তো মহা সাফল্য লাভ করতাম!

(সূরা নিসার : ৭৪)নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন - যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দিতে চায় তারা যেনো আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী,অচিরেই আমি তাকে দেবো মহা পুরস্কার। (সূরা আন ফালের:১৫) নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন - হে মুমিনগণ!যখন তোমরা বিশাল বাহিনী নিয়ে কাফিরদের মুখোমুখি হবে তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করোনা।

কুরআনের (সূরা আনফালের:২৮)নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন - যে রেখো, তোমাদের এই ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি হচ্চে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র।(এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের জন্য)আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

(সূরা আনফালের : ৪৫)নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন - হে মুমিনগণ!যখন তোমরা কোনো শত্রুদলের মুখোমুখি হও তখন অটল ও অবিচল থাক। আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফল হও। কুরআনের (সূরা তাওবার:১১)নং আয়াতে আল্লাহ বলেন - নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের

জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে)যে,তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত কালের জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর তারা শত্রুকে মারে ও নিজেরাও মরে। তাওরাত,ইঞ্জিল এবং কুরআনে এ সম্পর্কে ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক দায়িত্বশীল আর কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যেই বিনিময় করেছ,সেই বিনিময়ের জন্য আনন্দিত হও। কারণ সেটাই মহা সাফল্য।

(সূরা হাজ্জের :৭৮) নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত,তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি।এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত,তিনি পূর্বে তোমাদের নাম করণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী সরূপ হয় এবং তোমরা স্বাক্ষী হও মানব জাতির জন্য।

সূরা সফ:৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,আল্লাহ তো ভালোবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তাঁর পথে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধ ভাবে যুদ্ধ করে।

সূরা আলে ইমরানের :৪২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,তোমরা কি মনে করেছ যে তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে?অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি যে,তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্যে থেকে জিহাদ করেছে এবং ধৈর্য্য ধারণ করেছে।

সূরা নিসা:৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়,আর যারা কুফুরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।

সূরা আনফালের :৫৬ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,হে নবী!মু'মিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর।

সূরা মায়েদার:৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে,কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করবেনা।

জিহাদ সম্পর্কিত নবীজির কিছু হাদীস

সহীহ বুখারীর ২৫৯১ নং হাদীসে রয়েছে,হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ(রা)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন-আমি রাসূল (সা)কে জিজ্ঞেস করলাম,ইয়া রাসূল আল্লাহ!কোন কাজটি সর্বোত্তম?তিনি বললেন,সময় মতো সালাত(নামাজ) আদায় করা। আমি বললাম এরপর কোনটি?তিনি বলেন,পিতা-মাতার সঙ্গে স-দাচরণ করা। আমি বললাম, অতঃপর,কোনটি?তিনি বললেন,আল্লাহর পথে জিহাদ। হাদীসের কিতাবে সহীহ বুখারীর ২৫৯৫নং হাদীসে রয়েছে-হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,নবীজিকে জিজ্ঞেসা করা হলো,ইয়া রাসূল আল্লাহ!মানুষের মধ্যে কে উত্তম?রাসূল (সা) বলেন- সেই মুমিন যে নিজ জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। সাহাবীগণ বললেন,তারপর কে?তিনি বললেন - সেই মুমিন যে,পাহাড়ের কোনো গুহায় অবস্থান করে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজ অনিষ্ট থেকে অন্য লোকদেরকে নিরিপদে রাখে। সহীহ বুখারীর ২৬০৪ নং হাদীসে রয়েছে,হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,নবী (সা)কে আমি বলতে শুনেছি যে,সেই সত্তার কসম! যার।হতে আমার প্রাণ,যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত,যারা জিহাদ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করেনা এবং যাদের সকলকে সাওয়ারী দিতে পারবোনা বলে আশংকা করতাম,তাহলে যারা আল্লাহর রাস্তায় করেছে,আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া থেকে কখনোই বিরত থাকতামনা। সেই সত্তার কসম,যার হাতে আমার প্রাণ,আমি পছন্দ করি আমাকে যেনো আল্লাহর রাস্তায় শহীদ কর হয়। এরপর আবার জীবিত করা হয়,এরপর শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়,পুনরায় শহীদ করা হয়। তারপর আবার জীবিত করা হয়,পুনরায় শহীদ করা হয়।

সূনানে আবু দাউদ শরীফের ২৪৭৬ নং হাদীসে রয়েছে -

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূল (সা)

বলেছেন - আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের উপর জয়ী হবে। অবশেষে তাদের শেষ দলটি কুখ্যাত প্রতারক দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে।

আবু দাউদের ২৪৭৮ নং হাদীসে রয়েছে -

হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত যে,এক ব্যক্তি নবীজিকে বলল,সে আল্লাহর রাসূল (সা) আমাকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসে যাওয়ার অনুমতি দিন। নবী করীম (সা) বললেন,আমার উম্মতের জন্য (বনবাস করে ইবাদত করার প্রয়োজন নেই)। মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাই বড় ইবাদাতের শামিল।

সুনানে আবু দাউদের ২৪৮২ নং হাদীসে রয়েছে - আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,উম্মে সুলায়মের ভগ্নি উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা) (আমার খালা) আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে,একদারাসূল (সা) তাঁদের নিকট (ঘরে) নিদ্রা গিয়েছিলেন। তারপর হাসতে হাসতে নিদ্রা হতে জাগ্রত হলেন। তিনি বলেন,আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,ইয়া রাসূল আল্লাহ!কী কারণে আপনার হাসি পাচ্ছে?তিন বললেন,আমি স্বপ্নে দেখলাম একদল লোক এই সমুদ্র পৃষ্ঠে নৌযানে আরোহণ করছে। যেমন ভাবে রাজা-বাদশারা সিংহাসনে আরোহণ করে। আমি বললাম,ইয়া রাসূল আলালাহ!আল্লাহর নিকট আমার জন্য দুআ করুন যাতে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। নবীজি বলেন,নিশ্চয় তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সাহাবী বললেন,এরূপ বলার পর তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন, পুনরায় তিনি খুশিতে হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আবারও আমি জিজ্ঞাসা করলাম,ইয়া রাসূল আল্লাহ কী কারণে আপনার হাসি পাচ্ছে,উত্তরে তিনি পূর্বের মতো একই কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি বলেন,আমি আবার আরয করলাম,ইয়া রাসূল আল্লাহ!আমার জন্য দুআ করুন,যাতে আল্লাহ আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করেন। তিনি বললেন - তুমি তো তাদের প্রথম সারিতেই থাকবে।

আনাস (রা)বলেন,উবাদা ইবনুল সামিত (রা) এর সাথে তাঁর(উম্মে হারামের) বিবাহ হয়েছিলো। তিনি নৌবাহিনীতে যোগদান করে সমুদ্র-যুদ্ধে যাত্রা করার সময় তাঁকেও সঙ্গে নিলেন। যুদ্ধ শেষে যখন উবাদা (রা) দেশে ফিরলেন,তখন উম্মে হারামের জন্য একটি খচ্চর নিকটে আনা হলো। এর পিঠে চড়তেই খচ্চরটি তাঁকে ফেলে দিল। ফলে,তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং তিনি মারা গেলেন। (এরূপে নবীজির ভবিষ্যদ্বানী সত্যে পরিণত হলো।

আবু দাউদ শরীফের ২৫৩৩ নং হাদীসে রয়েছে:

মুআয ইবন জাবাল (রা)হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছেন,যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি উটের দু'বেলা দুধ দোহনর মধ্যবর্তী ফাঁকের সময় টুকু যুদ্ধে ব্যয় করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়। আর যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নিকট নিজের জান কুরবান করার প্রার্থনা জানায়,তারপর সে ঘরেই মারা যায় বা নিহত হয়,তার জন্য একজন শহীদের পুণ্য অবধারিত হয়।

ইবন মুসাফফা বর্ণিত অত্র হদীসে এরপর আরো অধিক বলা হয়েছে যে,এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে গিয়ে শত্রুর আঘাতে আহত হলো অথবা অন্য কোনো দুর্ঘটনার শিকার হলো,তবে কিয়ামতের দিন উক্ত ক্ষতস্থান জাফরানের রং এর মতো উজ্জল রং ধারণ করবে এবং তথা হতে মিশক আম্বরের সুগন্ধ ছড়াতে থাকবে। আর জিহাদরত অবস্থায় যার শরীরে ফোঁড়া,পাঁচড়া ইত্যাদি দেখা দেয় তার শরীরে শহিদের মোহর অংকিত হবে।

জিহাদের বিধি-বিধান:-

মেশকাতুল মাসাবীহের ৩৮০১ নং হাদিসে আছে,জাবির ইবনু সামুরাহ(রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূল (সা) বলেছেন - নিশ্চয় এ দ্বীন (ইসলামী জীবন বিধান)সর্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং একদল মুসলিম কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এই দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করতে থাকবে।(হাদীসের মান সহীহ।

আবূ হুরাইরাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল(সা.)-এর নিকট

জিহাদ ফরজে কেফায়া হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি তা একান্তই প্রয়োজন হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ খলিফা আহ্বান করে,তাহলে তা ফরজে কেফায়া হিসেবে গণ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ রহ: বলেন,জিহাদ হলো ওয়াজিব। তবে মুসলমানদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। যখন তার প্রয়োজন হবে,তখন তারা বের হবে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক,দাস ও স্ত্রী লোকদের উপর জিহাদ ফরজ নয়।

কেননা বালক ছোট,দাস মনিবের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল আর স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

অন্ধ,প্রতিবন্ধী,শারিরীক ভাবে অক্ষম ব্যক্তির জন্য জিহাদ ফরজ নয়। কেননা তারা অক্ষম।

কিন্তু যদি শত্রুপক্ষ শহরে আক্রমণ।করে তখন সকলের উপর জিহাদ ওয়াজিব হয়ে যাবে। তখন বালক,দাস,স্ত্রী,প্রতিবন্ধী ও অক্ষম ব্যক্তিঔ জিহাদে অংশ নিবে। মুজাহিদদের জন্য সাধারণ জনগণের থেকে যুদ্ধ ট্যাক্স নেয়া মাকরূহ। যদি বাইতুল মালে বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সম্পদ থাকে। আর যদি না থাকে,তাহলে ট্যাক্স নেয়া যাবে।

জিহাদে লড়াইয়ের প্রস্তুতি

মুসলিম বাহিনী যখন দারুল হরব বা যুদ্ধ কবলিত এলাকায় প্রবেশ করে দুর্গ বা শহর অবরোধ করে,তখন তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)বলেন,নবীজি (সা) কোনো জাতি বা কওমকে ইসলামের দাওয়াত না দিয়ে যুদ্ধ করেননি। যদি তারা দাওয়াতে সাড়া দেয়,তাহলে আর লড়াই করতে হবেনা। কেননা নবী (সা) বলেছেন,আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত,রাসূল(সা)বলেছেন,আমাকে হত্যার আদেশ দেয়া হয়েছে,যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়,আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহন নেই ও মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। আর তারা নামাজ বা সালাত কায়েম করবে। যাকাত প্রধান করবে। যদি তারা তা করে,তাহলে ইসলামের হক ব্যতিত তাদের জান-মাল রক্ষা করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি তারা সাড়া দেয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদেরকে জিযিয়া বা কর প্রদানের জন্য আহ্বান করবে।

কিন্তু মুরতাদ ও আরবের মুর্তিপূজকদের থেকে জিযিয়ার বিধান নেই।কারণ তাদের থেকে জিযিয়া নেয়ার দ্বারা কোনো ফায়দা হবেনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা (সূরা ফাতহের :৪৮)নং আয়াতে বলেন-বেদুঈনদের মধ্যে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলো তাদেরকে বলো,অবশ্যই তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে ডাকা হবে খুবই

শক্তিশালী এক জাতির বিরুদ্ধে। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসর্ম্পণ করবে। তোমরা যদি সেটি মান্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পিঠ ফিরিয়ে নাও যেমন তোমরা আগে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছিলে,তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দিবেন। যদি অমুসলিমরা জিযিয়া বা কর দিতে সম্মত হয়,তাহলে তারা মুসলমানদের মতো যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাবে। আর মুসলমানরা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। আলী (রা)বলেন,তারা জিযিয়া দিয়েছে এজন্য যে ,তাদের রক্ত আমাদের রক্তের ন্যায় নিরাপদ হয়ে যায় এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের ন্যায় নিরাপদ হয়ে যায়।

যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছেনি,তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পরই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হবে। এর আগে নয়।

কেননা দাওয়াত প্রদানের মাধ্যে তারা বুঝতে পারবে,আমরা তাদেরকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান করছি। সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য তাদের নিকট আসিনি। তখন যদি তারা ইসলাম কবুল করে নেয়,তাহলে তারা আমাদের ভাই হয়ে যাবে । আর যদি দাওয়াত কবুল না করে,তবেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে।

আর যদি কেউ দাওয়াত না দিয়ে লড়াই শুরু করে,তাহলে উক্ত মুসলমান গুনাহগার হবে। তবে এতে কোনো ক্ষতিপূরণ আসবেনা ইসলামি বিধি মোতাবেক। কারণ,তারা দ্বীন গ্রহণ করেনি কিংবা দারুল ইসলাম বা ইসলামি রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়নি।

আর যাদের নিকট পূর্বে দাওয়াত পৌঁছেছে তাদেরকে পূনরায় দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব। তবে তা ওয়াজিব নয়।

নবীজি (সা)বনু মুস্তালিকের উপর আতর্কিত হামলা করেছিলেন।

ইমাম কুদুরী রহ:বলেন,যদি অমুসলিমরা দাওয়াত কবুল না করে,তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং লড়াইয়ে অবর্তীন হবে।

মুসলমানদের উচিত তারা যেনো জিহাদের ময়দানে বিশ্বাস ভঙ্গ না করে এবং গণিমতের মাল চুরি না করে ও লাশ বিকৃত না করে।

সুনানে ইবনে মাজার ২৮৫৮ নং হাদীসে রয়েছে,যখন নবীজি (সা) কোনো সারিয়্যায় পাঠাতেন অর্থাৎ সাহাবাদেরকে যুদ্ধে পাঠাতেন তখন তিনি বলতেন,তোমরা আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো,যারা আল্লাহর সাথে কুফুরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তোমরা জিহাদ করো,বিশ্বাস ঘাতকতা করোনা,চুরি করনা,কারো অঙ্গহানি বা অঙ্গ বিকৃত করনা এবং শিশু,বৃদ্ধ ও মহিলাদের হত্যা করোনা।

নিজের মুশরিক পিতাকে অগ্রসর হয়ে হত্যা করা মাকরুহ। মুসলিম শাসক যদি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের কল্যাণের ভিত্তিতে সন্ধি করেন তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই।

কেননা আল্লাহ তা'আলা (সূরা আনফালের:৬১)নং আয়াতে বলেন,যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহী হয়,তাহলে তুমিও তাদের সাথে সন্ধি করো। আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

উপসংহার:- জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত কুরআন ও হাদীসে অনেক স্পট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটি একটি অপরিহার্য ইবাদত,যা মুসলিমদের ধর্ম,দেশ ও সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে সাহায্য করে। জিহাদের মাধ্যমে মুসলিমরা সত্যের উপর অটল থাকে এবং শত্রুদের পরাজিত করতে পারে। জিহাদের মাধ্যমে মুসলিমরা আল্লাহর নিকট মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ করে,এবং শাহাদাত বরণকারীদের জন্য বিশেষ পুরস্কার রয়েছে।